দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

উচ্চ শিক্ষায় ইংরাজী

সরকার ১৯৯৪ সন থেকে কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, অনার্স প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজীকে একটি পৃথক সাবজেক্ট হিসাবে সংযুক্ত ও বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছেন। আমরা বাঙালি হলেও ইংরেজীকে এত গুরুত্ব দেই যে আমাদের অনেকের বাচ্চারা প্রথম বুলিতে ইংরেজীতে কথা বলে। 'ইংরেজী শিখানোর জন্য আমরা তাদের কিন্ডার গার্টেনে' ভর্তি করি। এভাবে প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তাদের ইংরেজী শেখানোর জন্য চাপের মধ্যে রাখি। এরপরও যদি কেউ ইংরেজীতে কাঁচা থাকে তবে সে দোষটা নিশ্চয়ই ছাত্রের নয়; শিক্ষাদানের পদ্ধতি, কোর্স-কারিকুলাম, শিক্ষকের দোষ। দীর্ঘ একটানা ১৮-২০ বছরে যারা ইংরেজী শিখতে পারলো না তারা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক বছরে কীভাবে ইংরেজী শিখবে? উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজীকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে বাধ্যতামূলক করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। 'গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা'-এর মত ব্যাপার হবে। কারণ ইংরেজীর মত একটি কঠিন বিষয় পাস করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের অধিকাংশ সময় ঐদিকে ব্যয় করবে, মূল বিষয়ে নজর দিতে ফুরসৎ পাবে না। ফলে, না হবে বিশেষজ্ঞ, না হবে অন্যকিছু। অর্থাৎ 'জ্যাক অব অল ট্রেডস, মাস্টার অব নান'। বিদেশে চাকরি কিংবা উচ্চ শিক্ষার জন্য কারও যদি ইংরেজীতে দক্ষ হওয়ার প্রয়োজন হয় তবে তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় শিখে নেবেন এবং এটা উত্তম পন্থা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি ইংরেজীতে দক্ষ করতেই হয়, তবে উচ্চ শিক্ষার সাথে যে কোর্স সংযুক্ত করা হচ্ছে তা অষ্টম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীতে সংযুক্ত করে, ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিষয়টি বিবেচনার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আবদুল আহদ
এজিএস
শিক্ষক পরিষদ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ
কৃষি কলেজ, দিনাজপুর।